শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ বাণী সমগ্রের লিখিত পুষ্পধারা যার নাম

চাকরীর ব্যাপারে ১৫টি প্রশ্নোত্তর

Bangla

ডিউটিতে না যাওয়া এবং বেতন নেয়া কেমন?

কর্মচারী ও মালিকের হক সমূহ

রোযা অবস্থায় অন্যান্য দিনের মতো কাজ আদায় করা

সরকারী পোষ্টে আছেন এমন ব্যক্তিদের উপহার নেয়া কেমন?

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চাকরীর ব্যাপারে ১৫টি প্রশ্নোত্তর[১]

খলিফায়ে আত্তারের দোয়া: **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে কেউ এই পুস্তিকা **"চাকরীর ব্যাপারে ১৫টি প্রশ্নের উত্তর"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে হালাল রিযিক উপার্জনের তাওফিক দান করো এবং তাকে ও তার পিতামাতাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِيْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا সেহেরীর সময় কিছু সেলাই করছিলেন, হঠাৎ হাত থেকে সুঁইটি পড়ে গেলো এবং প্রদীপটিও নিভে গেলো, এমন সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন, **প্রিয় নবী**র নুরানি চেহেরার আলোয় পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেলো, এমনকি সুঁইটিও পাওয়া গেলো, উম্মুল

১. এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নাবলী এবং এর উত্তর সম্বলিত।

www.dawateislami.net

মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার নুরানি চেহারা কতইনা আলোকময়। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে কিয়ামতের দিন আমাকে দেখতে পারবেনা। আরয করলেন: সে কে? যে আপনাকে দেখতে পারবে না? ইরশাদ করলেন: সে হলো কৃপণ। আরয করলেন: কৃপণ কে? ইরশাদ করলেন: যে আমার নাম শুনলো অতঃপর আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।

(আল কওলুল বদী, পৃ: ৩০২)

সু'যানে গুমশুদা মিলতি হে তাবাস্‌সুম তেরে
শাম কো সুবহ বানাতা হে উজালা তেরা

(যওকে নাত, পৃ: ২৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি সরকারি চাকরিজীবি কিন্তু সে ডিউটিতে যায় না এবং প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে বেতন নিয়ে নেয়, তার এই পদ্ধতি কি সঠিক? আর সে দান সদকাও করতে থাকে, তার এই দান সদকা করা কি জায়িয?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যদি সে ডিউটি না করে এবং প্রতারণার মাধ্যমে বেতন নেয়, তবে এই সম্পূর্ণ বেতন হারাম (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৪০৭) (হালাল পন্থায় উপার্জনের পদ্ধতির ৫০ মাদানী ফুল, পৃঃ ২০-২১) এর দ্বারা যাকাত, দান-সদকাও করতে পারবে না, কেননা এটা তার টাকাই নয় আর সে না এর মালিক। যদিও তা তার করায়ত্বে আছে, তার উপর ফরয হলো যেখান থেকে বেতন নিয়েছে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া আর পাশাপাশি তাওবাও করা। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৬৫৬) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/৩৯৫)

প্রশ্নঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা পানি ভর্তি করানো কেমন? শিক্ষক কি তাদের দ্বারা পানি ভর্তি করাতে পারবে?

উত্তরঃ পিতামাতা বা মালিক যাদের সে কর্মচারি তারা ব্যতিত অন্য কারো জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দিয়ে পানি ভর্তি করা জায়িয নেই আর অপ্রাপ্ত বয়স্কের পূর্ণ করা পানির মালিক যেহেতু শরয়ীভাবে সেই হয়ে যায়, সেহেতু তা ব্যবহার করা অন্য কারো জন্য জায়িয নয় (মালিকও শুধুমাত্র চাকরী চলাকালীন সময়ে পানি ভর্তি করাতে পারবে) শিক্ষকের জন্যও একই হুকুম যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্র দ্বারা পানি ভর্তি করাতে পারবেনা, তাছাড়া তার ভর্তি করা পানি কোন কাজে লাগাতে

www.dawateislami.net

পারবে না, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অপ্রাপ্ত বয়স্কের ভর্তি করা পানির মালিক সে নিজে হয়ে যায়, তা পান করা বা অযু গোসল অথবা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা তার পিতামাতা বা যার সে কর্মচারি তারা ব্যতিত অন্য কারো জন্য জায়িয নয়, যদিও সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক অনুমতি দিয়ে দেয়, যদি অযু করে নেয় তাহলে অযু হয়ে যাবে কিন্তু গুনাহগার হবে, এখান থেকে শিক্ষকদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, অধিকাংশ শিক্ষক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের দ্বারা পানি ভর্তি করে ব্যবহার করে থাকে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৩৩৪, ২য় অংশ। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৫৭)

প্রশ্ন: এই সতর্কতা কি অবলম্বন করা উচিত যে, যখন মালিক তার কর্মচারিক ভালো খাবার খাওয়ালো এরপর বড় কোন কাজ না নেয়া, অন্যথায় তার এটা মনে হবে যে, কোন কাজ করানোর ছিলো তাইতো আমাকে ভালো খাবার খাওয়ালো, অন্যথায় প্রতিদিন তো খাওয়ায় না?

উত্তর: মলিক এক লোকমা খাওয়াক বা পুরো থাল বা কোন কিছুই না খাওয়াক কিন্তু তিনি এতটুকু করতে পারবে যে, (চাকরির) চুক্তি এবং প্রচলিত রীতি বহির্ভূত কর্মচারিকে

www.dawateislami.net

দিয়ে কোন কাজ করাবে না, প্রচলিত রীতিতে বড় কাজ হোক বা ছোট তা তো মালিক আদায় করে নিবে, কারণ সে এটারই টাকা দিচ্ছে। খাবার না খাওয়ালেও সে কাজ আদায় করে নিবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪০২)

প্রশ্ন: কর্মচারির ব্যাপারে অন্তরে যেনো অহংকার না আসে, তার একটি সমাধান বলে দিন।

উত্তর: মালিক তার কর্মচারিকে স্নেহ করবে, তাকে দান করবে, যেমন ভালো পোশাক নিজের জন্য নিবে একজোড়া তাকেও সেলাই করে দিবে। অনুরূপভাবে ঈদের সময় একটু মন খুলে প্রদান করবে, যদি কখনো ভালো খাবার রান্না করা হয় তবে তাকেও দিবে। যেই ফলের সিজন আসবে, যেমন আম, তবে তাকেও এক বক্স দিবে, কুরবানি ঈদে নিজে কুরবানি করলে তবে একটি কুরবানি পশু কাটার মূল্যসহ কর্মচারিকে দিয়ে দিবে, যাতে তার বাচ্চারা খুশি হয়ে যায়। তাকে কুরবানি পশুর মালিক বানিয়ে দিবে আর এটা বলে দিন যে, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে তুমি কুরবানি করে দিও। এভাবে স্নেহ করলে তবে اِنْ شَآءَ الله কর্মচারির ব্যাপারে অহংকার কাছেও আসবেনা। নিজের সন্তানদেরকে

www.dawateislami.net

মানুষ এভাবেই স্নেহ করে থাকে সুতরাং নিজের কর্মচারিরকেও করা উচিত। কর্মচারি বেচারা এমন সেবা করে থাকে, অনেক সময় সন্তানও এমন সেবা করে না। এটা ঠিক যে, কর্মচারি টাকা নিয়েই সেবা করে কিন্তু সন্তানকেও তো মানুষ টাকা দেয়। অতঃপর এটা কেমন যে, কর্মচারিকে তুচ্ছ মনে করবে আর সন্তানকে চোখের মনিকোটায় বসাবে। ঠিক আছে সন্তানকেও ভালবাসুন, আত্মীয়তার বন্ধনের হক তাদেরও রয়েছে, কিন্তু কর্মচারিদের সাথেও ভাল আচরণ করুন। **আল্লাহ পাক** আপনাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন, তাই তো আপনি দশজন কর্মচারি রেখেছেন, সুতরাং নিজেকে তার স্থানে রেখে ভাবুন, যদি আপনি কর্মচারি হতেন তবে আপনি আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করাটা পছন্দ করতেন? যখন আপনি কার্মচারির খেয়াল রাখবেন, তখন সে আগ্রহ ভরে আপনার সেবা করবে আর এমন দায়িত্বশীলতার বহিঃপ্রকাশ করবে, হয়তো সন্তানরাও এমনটি করেনি। আপনার জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিবে। ধরা যাক যদি কোন কর্মচারি অকৃতজ্ঞও হয়, তবে সন্তানও তো অকৃতজ্ঞ হয় এবং নিজের পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় অথবা বাবার

www.dawateislami.net

নামে ঋণ নিয়ে পালিয়ে যায়। সন্তানও তো ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া কারণে এমন অনেক কিছু করে বসে। ইসলামী পরিবারে এমন ঘটনা শোনা যায় না কিন্তু মডার্ন এবং শুধুমাত্র দুনিয়াবি শিক্ষাদাতা বিত্তশালীদের পরিবারে এই ধরনের ঘটনা খুব বেশি হয়ে থাকে। গরীব ও ধর্মীয় পরিবারে তুলনামূলক এমনটা কমই হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪০৪)

প্রশ্ন: আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, যেখানে মালিকের পক্ষ থেকে আমিসহ কোন কর্মচারির মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়ার অনুমতি নেই, এরুপ পরিস্থিতিতে জামাআত বর্জন করার গুনাহ কার উপর বর্তাবে?

উত্তর: যেখানে মসজিদ রয়েছে আর জামাআত সহকারে নামায পড়তে শরয়ীভাবে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তবে সেখানে জামাআত সহকারে নামায আদায় করা ওয়াজীব। এখন যদি কোন মালিক তার কর্মচারিদের জামাআত সহকারে নামায পড়তে বাধা দেয় তবে সে ও জামাআত বর্জনকারী কর্মচারি সবাই গুনাহগার হবে আর এরূপ চাকরি করাটাও জায়িয হবে না। কিছু কিছু জায়গা এমন রয়েছে যে, যেখানে কয়েক মাইলের মধ্যে মসজিদই নেই তবে

www.dawateislami.net

এরূপ জায়গায় জামাআত ওয়াজিব নয়। অবশ্য এমন পরিস্থিতিতে যদি মালিক নামায পড়তেও বাধা দেয় যার কারণে কর্মচারিরা নামায পড়লো না তবে এরূপ চাকরীই জায়িয নেই। (জাহান্নাম কি খাতারাত, পৃ: ১৯২। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৫৫)

প্রশ্ন: অফিসের জিনিসপত্র যেমন; প্রিন্টার এবং ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি যদি কোন কর্মচারি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে চায় তবে কার থেকে অনুমতি নেয়া জরুরী?

উত্তর: যদি ওয়াকফের জিনিস হয় তবে তো কারো থেকে অনুমিত নেওয়াটা যথেষ্ট হবে না আর যদি প্রাইভেট হয় তবে মূল মালিক অথবা যাকে সে তার প্রতিনিধি বানিয়েছে এবং ক্ষমতা দিয়েছে তার অনুমতি স্বাপেক্ষে ব্যবহার করতে পারবে। অনেক সময় মূল মালিকের পক্ষ থেকে ম্যানেজার এবং এই ধরনের বড় পদস্থদেরকে ছোটখাটো জিনিসের ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হয়, সুতরাং যদি তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে তাদের থেকে অনুমতি স্বাপেক্ষে ব্যবহার করতে পারবে অন্যথায় ব্যবহার করতে পারবে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৬২)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আজকাল অধিকাংশ কর্মচারিদের সাথে ভালো আচরণ করা হয় না, মালিক কোন ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগীতা করেনা, আর যদি কর্মচারির কোন সমস্যা হয়ে যায় তবে তা সমাধানও করে না, এভাবে কর্মচারিরা বড় সমস্যায় পড়ে যায়, কর্মচারিদের হকের ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা দিন?

উত্তর: কর্মচারিদেরও হক রয়েছে আর মালিকেরও হক রয়েছে, অনেক সময় মালিক কর্মচারিদের উপর অত্যাচার করে থাকে আর যদি কর্মচারি এমন যে, যার প্রতি মালিক মুখাপেক্ষি যেমন; কতিপয় কর্মচারি এমন পাওয়ারফুল হয়ে থাকে যে, ব্যবসা বাণিজ্য সামলিয়ে নিচ্ছে এবং তার সকল কিছু জানা আছে তাই সে অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে এবং মালিককে চালাচ্ছে, তো এই ধরনের কর্মচারি অনেক সময় মালিককে খেলনা বানিয়ে রাখে, সুতরাং উভয় পক্ষ থেকে যে-ই অত্যাচার করবে, সে গুনাহগার হবে, মালিকদের ব্যাপারে খুব বেশি অভিযোগ করা হয় যে, তারা অত্যাচার করে থাকে কিন্তু প্রত্যেক মালিক এমন হয় না বরং কতিপয় মালিক এমন হয়ে থাকে যে, তারা কর্মচারিদেরকে তাদের নিজেদের

www.dawateislami.net

সন্তানদের মতো রাখে এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে। কর্মচারিদেরও উচিত যে, মালিকের সাথে সুন্দর আচরণ করা, যথা সময়ে তার কাজ করে দেয়া এবং তার সম্পদ, পরিবার, সন্তান ও ঘরে খেয়ানত না করা। যদি কর্মচারির কার্যকলাপ স্বচ্ছ হয় তবে মালিক চারিত্রিকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার সাথে ভালো আচরন করতে বাধ্য হবে, সাধারনত উভয় হাতেই তালি বাজে, মালিকের উচিত, সে যেন কর্মচারির প্রতি খেয়াল রাখে, তাকে সময় মতো বেতন দিয়ে দেয় এবং বেতনের জন্য কাল ক্ষেপন না করে, যেমন; কাল দিবো পরশু দিবো করে করে বেচারাকে বিরক্ত না করে। যেমনটি আমাদের এখানে এক তারিখ বেতন দেওয়ার প্রচলন রয়েছে, অতএব এক তারিখই বেতন দিয়ে দিন, মনে রাখবেন! যারা কম বেতনের কর্মচারি রয়েছে, মাসের শেষের দিকে তাদের বেতন শেষ হয়ে যায় এবং তাদেরকে ঋণ করতে হয়, অতএব মালিক যদি দয়া করতে চান তবে উচিত হলো যে, এক তারিখের দুই দিন পূর্বেই তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া, যাতে এই বেচারা তার ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করতে পারে কিন্তু এমনটি করাটা মালিকের জন্য আবশ্যক নয়। অনুরূপভাবে

www.dawateislami.net

উচিত যে, ঈদ ও বিবাহের সময় কর্মচারিদের উপহার দেওয়া, যাতে তাদের মন খুশি হয়, এই উপহার দেওয়াটা যদিও ফরয নয় যে, যদি না দেয় তাহলে গুনাহগার হবে, কিন্তু তবুও দিন। অনুরূপভাবে মালিকের ঘরে কোন ভালো জিনিস রান্না হলে তবে তা কর্মচারিকেও দিন, এরূপ করার ফলে কর্মচারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে এবং মালিকের প্রতি ভালবাসা তার অন্তরে গেঁথে যাবে, যদি মালিক ও কর্মচারি একে অপরের সাথে ভালো আচরণ করে তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের সমাজ সুধরে যাবে এবং এর মাধ্যমে অত্যাচারের দূর্গ ধ্বংস হয়ে যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫০৬)

প্রশ্ন: আমি প্রেসে কাজ করি, আমাদের কাছে সাধারণত প্রিন্টিং এজেন্সির লোকেরা তাদের প্লেইটগুলো রেখে যায় আর আমরা এটা লিখে লাগিয়ে রেখেছি যে, "১৫ দিন পর আমরা দায়ি নই" এতদসত্বেও আমরা মানবিক বিবেচনায় এক মাস দু মাস পর্যন্ত প্লেইটগুলো যত্ন করে রাখি এবং এরপর আমরা ঐ প্লেইট গুলো নষ্ট করে দিই অথবা বিক্রি করে দিই, এটা বলুন যে, আমাদের ঐ প্লেইটগুলো বিক্রি করাটা কেমন আর প্লেইটগুলো বিক্রি করে দেয়ার পর প্লেইটগুলো চাওয়া কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ আপনার কথায় এমন মনে হচ্ছে যে, প্লেইট পুনরায় ফেরত নেওয়া ও দেওয়ার প্রচলন রয়েছে, এহেন পরিস্থিতিতে আপনার এরূপ বলে দেওয়াটা যে, "১৫ দিন পর আমরা দায়ি নই" এই শর্তটা শরয়ীভাবে ভুল, যার প্লেইট তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, চাই সে ১৫ দিন পর আসুক বা একমাস পর আসুক বা ১০০ বছর পর, কারণ মালিক তার জিনিসের দাবি করার অধিকার রাখে এবং নিজের জিনিস চাইতে পারে, এর সমাধান এটাই যে, যার প্লেইট তাকে ফোন করে দিবে যে, আপনার প্লেইট রাখা হয়েছে নিয়ে যান অথবা যদি জায়গা কাছে হয় তবে কোন কর্মচারির মাধ্যমে প্লেইট সেখানে পৌছে দিন কারণ আপনার জন্য প্লেইট রেখে দেওয়াটা এবং ব্যবহার করা জায়িয নেই, তবে প্লেইটের মালিক যদি বলে যে, আমার প্লেইটের প্রয়োজন নেই তুমি নিয়ে নাও সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য নেওয়াটা জায়িয হয়ে যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/৬৪)

প্রশ্নঃ ব্যবসায়ীদের কতিপয় লোককে যদি বলা হয় যে, আপনারা আপনাদের ব্যবসার ব্যাপারে শরয়ী নির্দেশনা গ্রহণ করুন বা দারুল ইফতায় চলে যান, তখন তারা বলে যে, না

www.dawateislami.net

আমরা মিথ্যা বলি আর না কারো টাকা মেরে দিই, পরিপূর্ণ যাকাত আদায় করি, এই জন্য আমাদের শরয়ী নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে কি বলবেন?[১]

উত্তর: যদি আমি এটা বলি যে, "এই যুগে ৯৯.৯% ব্যবসায়ি এমন, যারা ব্যবসার মাসয়ালা জানে না" তবে হয়তো এটা বেশি বলা হবে না। শুধুমাত্র কথাই বলে থাকে যে, "আমরা তো **আল্লাহ, আল্লাহ** করছি, আমাদের খুব বেশি লোভ নেই, ছেলে মেয়েদের জন্য রুজি রুটির উপার্জন করি" অথচ হারাম উপার্জন করে নিজেদের একাউন্ট ভর্তি করছে আর তা তারা জানেও না। এটা চিন্তা করে থাকে যে, "আমি কোথায় মদের দোকান খুলেছি! অথবা আমি কোথায় সুদের কাজ করছি!" অথচ কথাই কথাই মিথ্যা বলছে এবং ধোকা দিচ্ছে। এগুলোকে তারা সিরিয়াসলি নেয় না, মনে করে যে, "ব্যবসায় এসব চলে, এগুলো ছাড়া ব্যবসা কিভাবে চলবে! মিথ্যা না বললে তো জিনিস বিক্রি করা যায় না" نَعُوْذُ بِاللّٰهِ এটা হলো শয়তানের বানানো মানসিকতা। যখন এমন অবস্থা হবে

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র বিভাগ করেছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরই।

www.dawateislami.net

তখন বরকত হবে কিভাবে? নামাযে কিভাবে মন লাগবে? একাগ্রতা ও বিনয় কিভাবে আসবে? ভাবাবেগ কিভাবে আসবে? গুনাহর প্রতি ঘৃণা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে? যে সকল ব্যবসায়িরা আমার কথা শুনছেন, তারা "দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" থেকে নিজের ব্যবসার স্কেনিং (অর্থাৎ যাচাই) করিয়ে নিন, এর জন্য সরাসরি উপস্থিত হতে হবে, অথবা যদি উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয় তবে ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করুন এবং নিজের ব্যবসার শরয়ী নির্দেশনা নিয়ে নিন। এটা ছাড়া নিজের সন্তানদের হালাল রুজি খাওয়ানো খুবই কঠিন। আমি একেবারে স্পষ্ট ও জেনারেল কথা বলেছি, কারো ব্যবসার উপর কোন হুকুম লাগাইনি। সকলের মাসআলা শিখা উচিত। কর্মচারি হলে কর্মচারির আর মালিক হলে কর্মচারি রাখার এবং মালিক হওয়ার মাসয়ালা শিখা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৩-৬২৬) যদি এটা বলা হয় যে, "আরে! আমি এই চক্করে পড়তে চাইনা" তবে কিয়ামতের দিনও বলে দিবেন যে, "আমি এই চক্করে পড়তে চাইনা"। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ এমন যেন না হয় যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলো। যেহেতু আমরা দুনিয়ায় এসেছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমান, সেহেতু

www.dawateislami.net

আমাদেরকে **আল্লাহ** ও **রাসুলের** হুকুম আহকাম মানতে হবে, এ ছাড়া মুক্তি নেই। যতক্ষণ চেষ্টা করা হবে না ততক্ষণ কিছুই হবে না, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে প্রচেষ্টাকারী বানিয়ে দিক।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/৭৫)

প্রশ্ন: কর্মচারি থেকে মালিক রোযা অবস্থায় অন্যান্য দিনের মতোই কাজ আদায় করে, একটুও সহানুভূতি করে না, এহেন পরিস্থিতিতে কর্মচারির কি করা উচিত?

উত্তর: মালিক তার কর্মচারিদেরকে রোযা অবস্থায় ছাড় দেয় না এবং পুরো কাজ আদায় করে নেয়, তবে মালিকের এমনটি করার পরিবর্তে রোযাদারের প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত।[১] সর্বাবস্থায় কাজের কারণে রোযা ক্ষমা হয়ে যাবে বা কাযা করা জায়িয হয়ে যাবে, এমনটি হতে পারেনা। যদি রোযা অবস্থায় কাজ করতে না পারে তবে অন্য কোন উপার্জনের মাধ্যম খুঁজে নিন কিন্তু কাজের কারণে একটি রোযাও ছাড়তে পারবে না আর কাযাও করতে পারবে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/৩০৯)

---

১. হাদীসে পাকে রয়েছে: যে এই মাসে (অর্থাৎ রমযান) নিজের গোলামকে ছাড় দেয় (অর্থাৎ কাজ কম করায়) **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩০৫, হাদীস ৩৬০৮। ইবনে খোযাইমা, ৩/১৯২, হাদীস ১৮৮৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কতিপয় বাবা-মা সন্তানকে স্কুলে না যাওয়ার কারণে তাদেরকে মার খাওয়া ও নম্বর কেটে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে থাকে এবং পরিচিত কারো থেকে মিথ্যা সার্টিফিকেটও বানিয়ে নেয়, অনুরূপভাবে অফিসেও হয় যে, যদি কর্মচারির ছুটি প্রয়োজন হয় তবে সে অসুস্থতার মিথ্যা এপ্লিকেশন পাঠিয়ে দেয়। এই ধরনের মিথ্যা এপ্লিকেশন দাতারাও কি এই হাদীসে পাক "মিথ্যা অসুস্থ হয়ো না যে, সত্যই অসুস্থ হয়ে যাবে।" (মুসনদুল ফিরদৌস, ২/৪২১, হাদীস ৭৬২৪) দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত?

উত্তর: যে বাবা-মা এবং কর্মচারি এরূপ করছে তারা মিথ্যা বলে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের হকদার হচ্ছে। যে বাবা-মা এটা বলছে যে, "বাচ্চা অসুস্থ ছিলো" অথচ তারা জানে যে বাচ্চা অসুস্থ ছিলো না বরং মেহমান হয়ে হালুয়া খেতে গিয়েছিলো। অনুরূপভাবে অসুস্থতার মিথ্যা দরখাস্ত দিয়ে ছুটি নেয়া কর্মচারিও আনন্দ ফূর্তি করতে গিয়েছে। মনে রাখবেন! অসুস্থ হওয়া মন্দ নয় বরং অসুস্থতা **আল্লাহ পাকের** রহমত, তবে মিথ্যা বলাতে আখিরাতের আযাব রয়েছে। তাছাড়া এই গুনাহের রোগ শারীরিক রোগের চেয়ে অধিক

www.dawateislami.net

ধ্বংসকারী, অতএব এই ধরনের বাবা-মা ও কর্মচারির উপর তাওবা করা ফরয। যে কর্মচারি মিথ্যা বলে ছুটি করছে তার বেতন তো অসুস্থতা অবস্থায় ছুটি করার ক্ষেত্রেও কাটা হয় হয়তো। (এরই প্রেক্ষিতে নিগরানে শূরা বলেন:) প্রাইভেট কোম্পানির সিস্টেস ভিন্ন হয়ে থাকে। আর আমাদের এখানে ওয়াকফের মাসআলা রয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদের মুফতীদের নিরাপদে রাখুন, তাঁদের নির্দেশনার ভিত্তিতে আমরা একটা ইজারা (চুক্তি) ফর্ম বানিয়েছি, যেখানে ওভার টাইম, কর্তন, দেরী মিনিট ইত্যাদি নিয়ম বানানো আছে। আমাদের এখানে কর্মচারিদের জন্য এমন নিয়ম রয়েছে যে, যদি কোন বড় ইন্ডাষ্ট্রি ও ফ্যাক্টরীর মালিকও এটা দেখে তবে বলবে আসলেই দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ সমূহে কর্মচারিদের একটি অতুলনীয় নিয়ম রয়েছে। কেননা আমাদের এখানে যেই কর্মচারির নিয়ম রয়েছে, তা শরয়ী নিয়ম অনুযায়ীই, কেননা আমাদের এই নিয়ম অনেক কর্মচারি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বেঁচে থাকার মাধ্যম। (আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচবে আর সামান্য অসুস্থতায়ও বেতন কর্তন থেকে বাঁচার জন্য চাকরিতে

www.dawateislami.net

আসবে। মনে রাখবেন! শরয়ী নিয়মের উপর আমল করার মধ্যে বরকত রয়েছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৩৫)

প্রশ্ন: "সনদ এবং অভিজ্ঞতা"র মধ্যে কোন জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এছাড়া এটাও বলুন যে, যার নিকট অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে কিন্তু তার নিকট শিক্ষা নেই তাকে কি "শিক্ষিত" বলা যাবে?

উত্তর: এর বিভিন্ন দিক রয়েছে: (১) কারো কাছে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুটোই রয়েছে তবে এরূপ ব্যক্তি সফল বেশি হয়। (২) কারো কাছে শুধুমাত্র শিক্ষা আছে, যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই, তবে এরূপ ব্যক্তি সাধারনত অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে খুব বেশি সফল হতে পারে না। অনেক জায়গায় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়, যদিও সনদও (সার্টিফিকেট) নেওয়া হয়, যার কারণে শিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকেরা বেকার থেকে যায়, আর কম শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, অবশ্য অনেক সময় এর বিপরীতও হয়ে যায়। মোটকথা কখনো সনদে কাজ হয়ে যায় আবার কখনো অভিজ্ঞতা।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তাঁদের নিকট প্রচলিত সনদ (বর্তমান যুগের মতো সার্টিফিকেট) ছিলো না, অতএব শিক্ষা থাকা চায়, কেননা সার্টিফিকেট তো নকলও বানানো যায়, সম্ভাবনা রয়েছে এর মাধ্যমে শিক্ষা না থাকার পরও চাকরি পেয়ে যাবে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নকল হয় না, বহু শিক্ষিত লোক বেকারত্বের কারনে আত্মহত্যা করে নেয়, কিন্তু অভিজ্ঞ লোক বেকার থাকে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৪১৯)

প্রশ্ন: অফিসের যাওয়ার জন্য কি রোযা অবস্থায় দাড়ি মুন্ডানো যাবে?

উত্তর: দাড়ি মুন্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (মালফুজাতে আ'লা হযরত, পৃ: ১৪১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৫০৫) রমযানুল মুবারকে রোযা অবস্থায় এই কাজ করা তো আরো বেশি খারাপ, অবশ্য তার ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে কিন্তু গুনাহ করার কারণে রোযার নুরানিয়্যত চলে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৫৫৬) গুনাহের ধ্বংসযজ্ঞতা অনেক বেশি আর বিশেষ করে রমযানুল মুবারকে এবং রোযা অবস্থায় গুনাহ করার ব্যাপারে **প্রিয় নবী**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রমযানে কোন গুনাহ করলো, তবে **আল্লাহ পাক** তার এক বছরের আমল নষ্ট করে দিবেন। (মুজামু আউসাত, ২/৪১৪, হাদীস ৩৬৮৮) সুতরাং বান্দা না রমযানুল মুবারকে গুনাহ করবে আর না রমযানুল মুবারক ছাড়া। মনে রাখবেন! এমন চাকরী করা জায়িয নেই, যেখানে এই শর্ত রাখা হয় যে, দাড়ি মুন্ডিয়ে আসতে হবে অথবা দাড়ি রাখার অনুমতি নেই, অতএব এরূপ চাকরী ছেড়ে অন্য চাকরী করুন। (ফতোওয়ায়ে বাহরুল উলুম, ১/৩১১) এটা হলো শরয়ী মাসয়ালা যা আমি বর্ণনা করলাম। আপনারা কোন আলিমে দ্বীন ও মুফতি সাহেবের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করুন, তবে তারাও আমার কথার সমর্থন করবেন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৩৯)

প্রশ্ন: আমার একটি মোটর সাইকেল আছে, যার মধ্যে পেট্রোল কোম্পানি দিয়ে থাকে, ঐ মোটর সাইকেল কি ঘরের কাজে ব্যবহার করতে পারবো, তাছাড়া ঐ মোটর সাইকেলটি কি আমার ভাই চালাতে পারবে?

উত্তর: যেই কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে মোটর সাইকেল দেওয়া হয়েছে, যদি সেটা প্রাইভেট কোম্পানি হয় এবং মোটর সাইকেলটি ঘরের কাজের জন্য ব্যবহারের

www.dawateislami.net

অনুমতি থাকে তাহলে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু যদি আপনি সরকারি চাকরীজীবি হন অথবা কোম্পানির পক্ষ থেকে ঘরের কাজের জন্য ব্যবহারের অনুমতি না থাকে, তবে যতটুকু প্রচলিত রীতি রয়েছে শুধুমাত্র ততটুকুই ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু এটা খুবই কঠিন যে, কোন কোম্পানি এটা বলবে যে, "আপনার ভাই ও বন্ধুরা এই মোটর সাইকেলটি ব্যবহার করতে পারবে।" কোম্পানির মোটর সাইকেল ঘরের কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি কতটুকু এই ব্যাপারে মুফতি সাহেব নির্দেশনা দিবেন।

(এই প্রেক্ষিতে মুফতি সাহেব বলেন:) অনেক সময় কোম্পানির পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি থাকে, যেই কাজে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে, যদি মোটর সাইকেলের অনেক কাজ হয় তবুও তাকেই পেট্রোল পূর্ণ করতে হয়, পুরো মাস ব্যবহার করুক বা যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুক, পরবর্তীতে কোম্পানি তাকে তত টাকা দিয়ে দিবে। সর্বাবস্থায় যেমন নিয়ম থাকবে সে নিয়ম অনুসারে কাজ করতে হবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৮৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি সরকারি পোষ্টে আছেন এবং মানুষদের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে আর তারা উপহার নিয়ে আসে, তবে কি এই ক্ষেত্রে উপহার গ্রহণ করা ঘুষের হুকুমে আসবে?

উত্তর: পূর্বে থেকে সম্পর্ক ও উপহারের লেনদেন ছিলো আর পরবর্তীতে তার সরকারি চাকরী হয়েছে এবং তাকে দিয়ে কাজ আদায় করা যাবে, অর্থাৎ আধিপত্য তার যেকোন ভাবেই অর্জিত হোক না কেনো তবে এখনো পূর্বের মতো নরমাল লেনদেন রয়েছে, তবে এটা চলবে। (বাহারে শরীয়ত, ২/৯০০, ১২তম অংশ) অবশ্য যদি তার মাধ্যমে নিজের কোন কাজ আদায় করে তাহলে এখন পুরনো পদ্ধতিতেও হওয়া উপহারের লেনদেন ঘুষের মধ্যে চলে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ২/৯০১, ১২তম অংশ) অনুরূপভাবে যদি পদবীর কারণে লেনদেনের ধারাবাহিকতা বেড়ে গেলো, প্রদানকৃত জিনিসর দামী হয়ে গেলো, সাইজ বেড়ে গেলো ও পরিমাণও বেড়ে গেলো তবে এই বর্ধিত অংশ ঘুষ। (বাহারে শরীয়ত, ২/৯০০, ১২তম অংশ) তবে হ্যাঁ যদি এই ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে গেলো এই কারণে আইটেম বাড়িয়ে দিলো এবং খাবারের থাল বাড়িয়ে দিলো তবে এর হুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই)। (বাহারে শরীয়ত, ২/৯০০-৯০১, ১২তম অংশ)

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে এখন তাকে বিশেষভাবে দাওয়াত করা যে, যদি তিনি না আসতেন তবে দাওয়াতই হতো না, যদিও তার কারণে আরো দুই চার জনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তবে তখনো এই বিশেষ দাওয়াত ঘুষের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। (বাহারে শরীয়ত, ২/৯০০-৯০১, ১২তম অংশ) অবশ্য সাধারণত যে দাওয়াত হয়, তা ঘুষ নয়, যেমন অধিনস্তের পক্ষ থেকে বিয়ের দাওয়াত এসেছে আর আপনি এতে চলে গেলেন। এর মধ্যেও যদি সাধারণ মেহমানদেরকে সচরাচর খাবার দেওয়া হলো আর অফিসার, নিগরান বা বড় পদবীধারীদেরকে স্পেশাল আইটেম দেওয়া হলো তবে এই স্পেশাল আইটেম ঘুষের মধ্যে গণ্য হবে। হ্যা! যা সকলকে খাওয়ানো হচ্ছে তা যদি অফিসার বা নিগরানকেও খাওয়ানো হয় তবে তা ঘুষ নয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৮৭)

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! যে কর্মচারি রাখবে তার কর্মচারি রাখার আর যে চাকরী করবে তার চাকরী করার প্রয়োজনীয় হুকুম আহকাম জানা ফরয। যদি প্রয়োজন অনুসারে না শিখে তবে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের হকদার হবে আর না জানার কারণে বারংবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া তো আছেই। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা **"হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০টি মাদানি ফুল"** এবং "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খন্ড ১০৪ থেকে ১৮৪ পষ্ঠায় **"ইজারার বয়ান"** পড়ে নিন।

www.dawateislami.net

আগামী সাপ্তাহের রিসালা

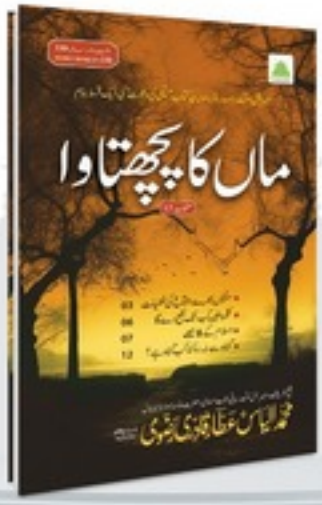

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৩৮৯, ০১৮১৩৮৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net